R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

অনাহারে একজনের মৃত্যু, অন্যেরা মৃত্যুর প্রহর গুণছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ নভেম্বর—দুর্গাপূজো, লক্ষ্মীপূজো এবং কালীপূজোর রেশ এখন কেটে গেছে প্রায়। 'মূল্যবৃদ্ধির অসহনীয় যন্ত্রণার' মধ্য দিয়ে যে মহাসপ্তমীর শুরু হয়েছিল ঘটনা, দুর্ঘটনার পালা সাঙ্গ করে তা এখন স্তিমিত। পূজোর মরশুমে বাঙালীর ঘরে ঘরে যখন আনন্দের ঘনঘটা, উৎসবের বন্যা জঙ্গিপুর মহকুমার বহু গাঁয়ে তখন নিষ্প্রদীপ, নিরানন্দ জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ দেখে এলাম সরেজমিনে। দেখে এলাম কানুপুরের বাদল, রাধাকৃষ্ণপুরের নরেন, তরুণ, অনিল, তেঘরীর আকসার, বকসী, বাড়ালার মালতী, মণির মত শত শত পরিবারের মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ। মৃত্যু যাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ। অর্দ্ধাহার অনাহার যাদের নিত্য সঙ্গী, উৎসব ও ধানকাটার মরশুমেও তাদের অপরিবর্তিত অবস্থা মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

জ্যোতিবাবুর প্রতিশ্রুতি সত্বেও (সিদ্ধার্থবাবুর মতই কি?) জঙ্গিপুরের প্রশাসনিক কর্তাদের অবহেলা ও গাফিলতিতে সব চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কালীপূজোর ভোরে। রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটের কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় একজন মধ্যবয়স্ক লোকের অনাহারে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটেছে। আর এস পির কিছু যুবক তাকে দাহ! করেছেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তেলের অভাবে এ্যামবুলেনস্ অচল

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৬ নভেম্বর—পেটরোলের টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের এ্যামবুলেনস্‌টি অচল হয়ে পড়েছে। সামনের কাঁচ না থাকায় যাও চলছিল, তেল কেনার টাকা না থাকায় তাকে চালু রাখা আর সম্ভব হল না। ফল পেলেন রোগীরা হাতেনাতে। সম্প্রতি অনুপনগর স্বাস্থ্য-কেন্দ্র থেকে দু'জন রোগিণীকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেলের অভাবে তা আর সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি জঙ্গিপুর থেকে আর একজন রোগীকে এ্যামবুলেনসে করে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো; তাঁকে লরিতে করে বহরমপুর পাঠানো হয়। ১১ নভেম্বর জাতীয় সড়কে মহেশাইলের কাছে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি উল্টে গেলে একজন মেজরের স্ত্রী জখম হন। তাঁর মুখে ও চোখে আঘাত লাগে। তাঁকে মহেশাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে এ্যামবুলেনসে স্থানান্তরের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : যাত্রা ও বিবিধ প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য এখন থেকে ১৯২২ সালের বি এ টি এ্যাক্ট অনুযায়ী জেলা সমাহর্তার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হবে এবং তার আগে অনুরূপভাবে পুলিশ এ্যাক্ট-এর ৩০নং ধারার উপধারা ২ অনুযায়ী জেলা আরক্ষাধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নিতে হবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী লাইসেন্সের প্রত্যায়িত নকল এবং স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক সংস্থার কাছ থেকে ছাড়পত্রসমেত জেলা সমাহর্তার কাছে ১৯২২ সালের বি এ টি এ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়মমাফিক অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। এই ধরনের প্রমোদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবার অনেক আগেই আবেদনপত্রগুলি মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা সমাহর্তার কাছে পাঠাতে হবে। ইদানীং জেলার বিভিন্ন জায়গায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই যাত্রা ও বিবিধ প্রমোদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে মুর্শিদাবাদের জেলা সমাহর্তা এই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। খবরটি জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের।

দারোগার ক্ষমা প্রার্থনা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর—নদীয়া জেলার বেলপুকুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা গীতা ব্যানারজির আইনজীবী সুধীর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গতকাল রঘুনাথগঞ্জ থানার মেজ দারোগা ভূদেব দাস নিজের ভুল স্বীকার করে গীতাদেবীর কাছ থেকে নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটার দিকে যত্নবান হতে অনুরোধ জানিয়ে গীতাদেবী দারোগাকে ক্ষমা করেছেন। তিনি তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গ গত ৭ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সদর-ঘাটে এই দারোগার কাছে লাঞ্ছিতা হন।

ট্রেনে আবার ডাকাতি

সাগরদীঘি, ১৫ নভেম্বর—পনের দিন পেরোতে না পেরোতে চলন্ত ট্রেনে আবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়া গিয়েছে, গত-কাল রাত্রে আপ হাওড়া—বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আজিমগঞ্জ থেকে দু'জন যুবক ওঠে। ওই কামরায় মনিগ্রামে আরো চারজন যুবক ওঠে। ট্রেনটি মনিগ্রাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কে কত ধান পাবেন

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর—এবার যে সমস্ত জমিতে ধান লাগানো হয়েছে, কাটার পর সেই ধানের ৭৫ ভাগ পাবেন চাষী, ২৫ ভাগ জমির মালিক। আজ সারকিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত। তিনি আরো জানান, বর্গাদার, পাট্টার মালিক ও বেনামী জোতদারদের ইনজাংসন করা জমিতে ধান কাটা নিয়ে গ্রামের ভূমিহীনদের সঙ্গে কোন কোন স্থানে গণ্ডগোলের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তিনি ব্যাপক গণ্ডগোলের আশঙ্কার কথা চিন্তা করছেন না। ২ নভেম্বর তিনি বিভিন্ন বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে সভায় বসেন। ঠিক হয়, ধান কাটা নিয়ে যে সব জায়গায় গোলমালের আশঙ্কা আছে, সেখানে পুলিশ ও গ্রামের লোকেদের নিয়ে শান্তিরক্ষা কমিটি গঠন করা হবে।

কাজের বদলে খাদ্য

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর—'কাজের বদলে খাদ্য' পরিকল্পনা খাতে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম দফায় তিন লক্ষ টাকা ও ছয় টন গম বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় দেড় লক্ষ টাকা ও তিন টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে। যাঁরা এই প্রকল্পে কাজ করবেন, তাঁরা দৈনিক এক টাকা নগদ ও দু'কেজি গম পাবেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্রদের জন্য রুটি

বহরমপুর, ১১ নভেম্বর—গত বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলের ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ডালিয়া-বালাহার খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এবার ডালিয়া-বালাহারের পরিবর্তে ওই ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য রুটি সরবরাহের নির্দেশ এসেছে। প্রভিটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

জীবন-মরণ সমস্যা

গত সপ্তাহে এই পত্রিকায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের অচলাবস্থার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছিল যে, পুরাতন এ্যাম্বুলেন্সটি পাল্টাইয়া হাসপাতালে নতুন এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহার সম্মুখে কাচ না থাকায় তাহা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সংবাদে এ্যাম্বুলেন্স অচল হইবার আশঙ্কার ঘোর কাটিতে না কাটিতেই চলতি সপ্তাহে যে সংবাদ আসিয়া পৌঁছাইল তাহাতে আশঙ্কা শুধুই আশঙ্কার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রহিল না, দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই দুশ্চিন্তা এ্যাম্বুলেন্সের পেট্রল ক্রয়ের। পেট্রল ক্রয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ্যাম্বুলেন্সের জন্য পেট্রল ক্রয় করিতে পারিতেছেন না। ফলে এ্যাম্বুলেন্সের চাকা আপাততঃ স্তব্ধ। অর্থমন্ত্রকের নির্দেশমত বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখিতে গিয়া এ্যাম্বুলেন্সের মত অপরিহার্য মোটর যানের চাকা বন্ধ হইয়া গেল। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে চাকা সচল হইবে না, যতক্ষণ না নতুন করিয়া ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইতেছে। অবশ্য এই মঞ্জুরি কবে আসিবে তাহা কেহ জানেন না। সুতরাং এ্যাম্বুলেন্সটি কবে সচল হইবে তাহাও সকলের অজ্ঞাত। এই অবস্থায় এই সমস্যা মফঃস্বলের রোগীদের সম্মুখে জীবন-মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল হইতে সঙ্কটাপন্ন কোন রোগীকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে লইয়া যাইবার অথবা মহকুমার কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হইতে মরণাপন্ন কোন রোগীকে লইয়া আসিবার একান্ত প্রয়োজন হইলেও তাহা আর সম্ভব নহে। ইতিমধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একজন রোগীকে ট্রাকযোগে বহরমপুর পাঠাইতে হইয়াছে—জেলা হাসপাতালগুলির ইতিহাসে এই ঘটনা সম্ভবতঃ বিরল। যাহা হউক, বামফ্রন্ট সরকারকে এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এ্যাম্বুলেন্সের পেট্রল সমস্যা মফঃস্বল রোগীদের জীবন-মরণ সমস্যা; এ্যামম্বুলেন্সের অভাবে যে কোন সময় যে কোন অমূল্য প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইতে পারে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জুলুমের পরিণাম বন্ধ

গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'দুই দলে সংঘর্ষ' শীর্ষক সংবাদটি ভিত্তিহীন। কারণ, ৬ নভেম্বর গঙ্গাপথ ইসলামপুর জলকরের (মালদহ কালেকটরেট কর্তৃক তিন বৎসর মেয়াদে প্রদত্ত) উপ-ইজারাদার আঃ ওয়াহাব, সওদাগর আলি ও তাঁদের মাঝিমাল্লারা যখন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ফরাক্কার তালতলা ঘাটে নৌকায় বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন আর এস পি দলের পরিচালনায় ৫০০/৭০০ লোকের একটি সশস্ত্র মিছিল বিনা প্ররোচনায় তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং মারধোর করে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে নৌকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পোড়া নৌকার আলামত থানার সামনে সংরক্ষিত আছে। সমস্ত ঘটনা প্রহরারত দু'জন কনষ্টবল এবং মারধোরের কিছুক্ষণ পর উপস্থিত থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সামনে ঘটেছে। মারধোরের পর আঃ ওয়াহাব ও সওদাগর আলিকে মিছিলের লোকেরা টেনে হিঁচড়ে প্রায় দু' কিলোমিটার দূরে নিউ ফরাক্কায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। সাংঘাতিকভাবে আহত ৪ জনকে মালদহ ও ফরাক্কা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত আরো ৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘৃণ্য জুলুমবাজির প্রতিবাদে ধুলিয়ানের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী গত ১২ নভেম্বর একদিনের বন্ধ পালন করেন।

—মহঃ ওয়াজেদ আলি, ধুলিয়ান।

বাস চাপা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা, ১৬ নভেম্বর—গত বুধবার জাতীয় সড়কের লালমাটির কাছে বাস ও লরির মাঝে পড়ে বারো বছরের এক কিশোরের মৃত্যু ঘটে। প্রকাশ, লালমাটির কাছে রাস্তা বন্ধ থাকায় বাস ব্যাক করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকলের অজ্ঞাতসারে তিনটি ছেলে বাসের ছাদে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল বাসটি ব্যাক করার সময় দুটি ছেলে কোন রকমে পালিয়ে যায়। বাসের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লরি ও বাসের মাঝামাঝি পড়ে একজনের বুক ও মুখ থেঁতলে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নিহত কিশোরের দাদা ইতিপূর্বে লরি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।

বাসুদেবপুরে গুলিবিদ্ধ ১৭ নভেমবর

সত্যনারায়ণ ভকত

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৭৭ সালের জুন মাসে বিধানসভা নির্বাচনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের কোথাও গুলি চলেনি। সিদ্ধার্থবাবুর মত এত নিষ্ঠুর মিথ্যাভাষণ' আমার মনে হয়, রাজ্যের আর কোন মুখ্যমন্ত্রী দিতে সাহস করতেন না। সিদ্ধার্থ মন্ত্রীসভার রাজত্বকাল ছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরেরও কিছু বেশী সময়। ওই সময় রাজ্যের কত জায়গায় পুলিশের গুলি চলেছিল, কত লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন, তার রেকর্ড পুলিশের ডায়েরী এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কথা বাদ দিলাম। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার কথাও বাদ দিলাম। শুধু জঙ্গিপুর মহকুমার কথাই ধরা যাক। তাহলেই বোঝা যাবে সিদ্ধার্থবাবুর উক্তি কত ভিত্তিহীন।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭—সিদ্ধার্থবাবুর রাজত্বকালের এই পাঁচটি বছরে জঙ্গিপুর মহকুমায় পুলিশের গুলি চলে পাঁচবার, নিহত হন পাঁচজন। ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে দু'জন, ১৯৭৪ সালের ৭. নভেম্বর জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারীতে একজন, ১৯৭৪ সালের মারচে আহিরণে একজন, ১৯৭৬ সালের ২৩ আগষ্ট সুতী থানার গাঙ্গিনে একজন। এ ছাড়াও ১৯৭৪ সালের ৩ মারচ সাগরদীঘি থানার বেলাইপাড়ায় ৫ রাউণ্ড গুলি চালানো হয় চোরাকারবারী প্রতিরোধে। চোরাকারবার অপরাধ, সুতরাং অপরাধ এবং প্রতিহিংসা দমনে গুলি চালনার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু বাসুদেবপুরে? সেখানে আন্দোলন দমনের জন্য যে গুলি চালানো হয় তা কি আদৌ ন্যায়সঙ্গত ছিল? সেদিন কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, 'বন্ধের মোকাবিলায় বাসুদেবপুরে গুলি চালানোর কোন প্রয়োজন ছিল না।'

তবু গুলি চলেছিল। গুলিবিদ্ধ বাসুদেবপুরের বুকে চলেছিল পুলিশের তাণ্ডবলীলা, নারী নির্যাতন। তল্লাসির নামে পুলিশী সন্ত্রাস। গ্রেপ্তারের অজুহাতে সাতদিন ধরে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর, চাঁদনিদহ, নয়ালোহরপুর, প্রতাপগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জানাচ্ছিলেন সামসেরগঞ্জ পুলিশ এবং সি আর পি বাহিনীকে, যারা ১৯৭৩ সালের ১৮ নভেম্বর গভীর রাত্রে নিরীহ গ্রামবাসীর ঘরের দরজা ভেঙ্গে একই সঙ্গে চালিয়েছিল তাণ্ডবলীলা ও নির্যাতন। নারীত্বের অবমাননা করেছিল তারা বর্বরের মত।

১৭ নভেম্বর গুলি চালনার এক সপ্তাহ পর বাসুদেবপুর গিয়েছিলাম উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখতে। গিয়েছিলেন সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরীও। ১৭ নভেম্বর গুলি চলেছিল ১৮ রাউণ্ড। শেষ রাউণ্ডের গুলিতে পনের বছরের কিশোর এরাদত সেখ নিহত হয়েছিল। আর এস পি দলের দাবি, এরাদত তাঁদের দলের। সেদিন কিন্তু ওর অভিভাবক জানিয়েছিলেন, সে কোন পারটি করতো না। বিড়ি বেঁধে সপ্তাহে কুড়ি টাকা বাড়িতে দিত। ঘটনার দিন ট্রেন অবরোধ দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি। পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল কিশোর এরাদত। তাজা রক্তে ভিজে গিয়েছিল বাসুদেবপুরের মাটি। আর এক তরুণ বিড়ি শ্রমিকের রক্তে লাল হয়েছিল রেললাইনের পাথর। তার নাম অর্জ্জুন সরকার (২২), বাড়ি সামসেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জ গ্রামে। ১৪ রাউণ্ডের গুলিতে সে নিহত হয়। অর্জ্জুন মারকস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পারটির সমর্থক ছিল। মিছিল নিয়ে বাসুদেবপুর গিয়েছিল। সেদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম অর্জ্জুনের মা পাগলপ্রায়, স্ত্রী চার মাসের মেয়েকে মানুষ করার জন্য চিন্তিত। এখন বড় হয়ে ও হয়তো জানতে পেরেছে, তার বাবা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছে। জানি না সিদ্ধার্থবাবু এই মেয়েটির কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন।

জনতা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ নভেম্বর—সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ৪২ তম সংবিধান সংশোধন বাতিল ও বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের দাবিতে আজ আর এস পির বিরাট এক মিছিল রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমার পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপে স্মারকলিপি পেশ করে। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি জায়গা থেকে দলের সমর্থকরা মিছিল ও সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। রাত্রে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবার জন্য জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে সমবেত হন এবং নিমতিতা ও ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনে তাঁদের নামিয়ে দেওয়ার দাবিতে জনতা এক্সপ্রেস অবরোধ করেন। জনতা এক্সপ্রেসের ওই দুটি ষ্টেশনে কোন ষ্টপেজ নাই। আর এস পির সমর্থকরা এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরার দরজা খোলার চেষ্টা করেন, যাত্রীরা তাঁদের বাধা দেন। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে ও সি কুমুদশঙ্কর চ্যাটারজি, এস, আই অসীম ব্যানারজি জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে যান। প্রাক্তন এম এল এ শিস মহম্মদও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁদের চেষ্টায় দলের সমর্থকরা অবরোধ তুলে নেন। অবরোধের ফলে জনতা এক্সপ্রেস ছাড়তে দেরী হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

লাঠি আটক : রঘুনাথগঞ্জ শহরের বালিঘাটা পল্লী থেকে গতকাল রাত্রে গোয়ালারা লাঠি নিয়ে কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য শোভাযাত্রা বের করে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিশ ২০টি লাঠি আটক করে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর তারা সেগুলি থানা থেকে ফেরত নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

নতুন করে গঙ্গা ভাঙ্গন

ধুলিয়ান, ১৬ নভেম্বর—ধুলিয়ানে আবার গঙ্গা ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে শহরের পার্শ্ববতী গ্রাম হাতিছাতরায় মাত্র কিছু সময়ের মধ্যে তিন চার বিঘা জমি কয়েকটি বাড়ি সমেত গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পুরাতন লালপুর লঞ্চঘাটের বিরাট অংশসহ প্রায় দু' বিঘা জমি ভাঙ্গনের কবলে পড়ে।

অরঙ্গাবাদ থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, জগতাই-এর কাছে দেবীপুরে নতুন করে গঙ্গা ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এখানে ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে অরঙ্গাবাদ শহর বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খেলার খবর

মির্জাপুর, ১৬ নভেম্বর—শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব পরিচালিত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্মৃতি শীল্ডের ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মির্জাপুর তরুণ সংঘ ও ছামুগ্রাম আগলদার দল যোগ্যতা অর্জন করেছে। খেলাটি আগামী ৩ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রদর্শনী ও নাট্যাভিনয়

মির্জাপুর ১৫ নভেম্বর—মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে কালীপূজো উপলক্ষে ১২ ও ১৩ নভেম্বর বাৎসরিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জিমন্যাষ্টিক প্রদর্শনী ও অনুপ ঘোষাল রচিত 'ভাড়াটে জামাই' নাটিকা অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিন বিচিত্রানুষ্ঠান ও রতনকুমার ঘোষের 'সকালের জন্য' নাটকটি পরিবেশিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—
গান্ধী স্মারক নিধি
(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

শিক্ষক আবশ্যক

হাউসনগর প্রস্তাবিত হাই মাদ্রাসায় (পোঃ তিন পাকুড়িয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ) নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য দুইজন বি-এ, একজন বি-এস-সি এবং একজন মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পাসসহ ফাজেল শিক্ষক আবশ্যক। বি-এড অগ্রগণ্য। ২৬।১১।৭৭ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

NOTICE

As required under section 57 of the M. V. Act, 1939 read with Sub rule (b) of Rule 57 of the M. V. Rules, 1940 it is notified for information of all concerned that the applications from the following persons have been received for grant of extension of the bus route on different routes of this region.

Representation/objection, if any will be received in the office of the undersigned upto 12-00 noon of 10-12-77.

The representation/objection received, if any will be considered by the RTA. Murshidabad in its meeting to be notified later.

Sl. No.	Name of the owner	Bus No.	Name of the route where the bus applies for at present	Particulars of extension applies
1.	Pradip Kr. Mukherjee	WGQ 1235	Panutia to Jalangi via Berhampore & Domkal	Jalangi to Gopalpurghat
2.	Sri Bhupendra Chandra Dey	WGQ 1193	Do	Do
3.	Sri Amiya Krishna Dey	WGQ 890	Berhampore to Sankoghat via Kandi	Sankoghat to Joypur
4.	Sri Chayan Kr. Mukherjee	WGQ 1271	Beldanga to Molladanga via Berhampore Raninagar & Sekhpara	Beldanga to Amtala
5.	Sri Sankar Ch. Pal & another	WGQ 1259	Lalgola to Sagarpara	Lalbagh to Berhampore

Sd/-
Regional Transport Officer
Murshidabad.

Issued by the District Information and Public Relations Officer, Murshidabad.

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

মৃত্যুর প্রহর গুণছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্মশানে। তাঁদেরই একজন এই মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর দিয়ে বলেছেন, 'খিদের জ্বালা-ই এই মৃত্যুর কারণ।'

এই মৃত্যুর আগে কয়েকদিন ধরে এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, যারা আজ বছর কয় আগে খিদের জ্বালা মেটাতে একদিন 'খেসারি সেদ্ধ চিবিয়ে' প্রাণে বেঁচেছিল কিন্তু আজ তাদের সামনে শুধুই আঁধার। খেসারির ল্যাথিরামের আক্রমণে ল্যাথিরিএ্যাসিস রোগ তাদের দুটি পাকেই পঙ্গু করে দিয়েছে চিরকালের মত। ওরা সরকারী হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু চিকিৎসার বদলে কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা আর ঘৃণা। ওরা প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে গিয়েছিল, ভিক্ষা নয় সাহায্যের আশায়, সেখানেও জুটেছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। ওরা আজ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে তাই দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার আপনার করুণা-ভিক্ষায়। ওদের কাছে শুনেছি—ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে ওদের বাধ্য করা হয়েছে। ওরা ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কয়েকশো টাকা সাহায্য পেলে ওরা ওদের পেটগুলো চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু ব্যাংক বা সরকার কেউই এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

শহরের একজন বেসরকারী শল্য চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি চিকিৎসার গাফিলতিতেই ওরা চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। ডাক্তাররা তখন একটু উদার হলে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে কয়েকশো মানুষের এ সর্বনাশ হয়তো হোতো না। চিকিৎসকের মতে ওরা বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত, যা এখনও চেষ্টা করলে ভাল হতে পারে।

কানুপুরের বাদলের অবস্থাও কাহিল। অনেকদিনের অসুখ তার। হাসপাতালে গিয়েছিল চিকিৎসা হয়নি। এখন কাজ-কাম করতে পারে না। তরকারীর বাজার থেকে খাসির লোমসুদ্ধ চামড়াগুলো এনে সেদ্ধ করে খায়। সপ্তাহে এক-আধদিন হয়তো ভাত জোটে। সরকারের সাহায্য কোনদিনই পায়নি। তক্ষকের ভয়াবহ নৌকাডুবিতে 'বৌ'টা প্রাণে মরেছে।

শুধু বাদল, নরেন, আকসার নয় এদের মত শত শত মানুষ জ্যোতিবাবুর 'অনাহারে মানুষকে মরতে না দেওয়ার' দৃঢ় অঙ্গীকারেও আজ এইভাবে দারিদ্র্যের কষাঘাতে, প্রশাসনিক কর্তাদের ব্যর্থতায় তিলে তিলে মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে। জীবন যুদ্ধের এক বেদনাদায়ক চিত্রকে সঙ্গী করে হয়তো কোনো এক সাপ্তাহিকের 'অনাহারে মৃত্যু'র কলমে একটু জায়গা করে নিয়ে একদিন এইভাবেই তারা বিদায় নেবে। সভ্য সমাজের, স্বাধীন দেশের কলংকময় কিছু জীবনের এই-ভাবেই একদিন অবসান ঘটবে।

কাজের বদলে খাদ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে সময় গ্রামে কোন কাজ থাকে না, গ্রামের মজুররা একেবারে বেকার হয়ে পড়েন, সেই সময় কিছু কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মজুরদের দৈনিক ছ'ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে আছে—গ্রামের বসতির মধ্যে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার, মজে যাওয়া পুকুর, নালা ও অচল মেঠো পথ সংস্কার ইত্যাদি। আজ সারকিট হাউসে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক সাংবাদিকদের এ খবর দেন।

ট্রেনে আবার ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কামরার চারটি দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দেয় এবং মুখে রুমাল বেঁধে ছোড়ার ভয় দেখিয়ে যাত্রীদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে গনকর ষ্টেশনে ট্রেন থামা মাত্র নেমে পালিয়ে যায়। ওই কামরায় ধুলিয়ান, রঘুনাথ-গঞ্জ, সাগরদীঘি প্রভৃতি জায়গার দশ বারো জন যাত্রী ছিলেন। ডাকাতরা সকলের কাছ থেকে গহনায় ও নগদে প্রায় দু'হাজার টাকা লুঠ করে। তাদের ছোড়ার আঘাতে ধুলিয়ানের একজন যাত্রীর বাঁ হাত কেটে যায়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে এই এলাকায় গয়া প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি হয় দু'বার। তিন মাসের মধ্যে তিনটি ট্রেন ডাকাতির ঘটনা ঘটে যাওয়ায় যাত্রীরা রেল পুলিশের ওপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন।

গ্যাসট্রো এনট্রাইটিসে মৃত্যু : গতকাল রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়া পল্লীর ১১ বছর বয়সের এক শিশু গ্যাসট্রো এনট্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে। শিশুটি ১৩ নভেম্বর ওই রোগে আক্রান্ত হয়, হাসপাতালে ভর্তির পর তার মৃত্যু ঘটে।

ছাত্রদের জন্য রুটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রী ৭৫ গ্রাম ওজনের একটি করে রুটি বছরে ১৫০ দিন পাবে। এই বিষয়ে গঠিত জেলা কমিটির সহায়তায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) নিয়মানুগ পদ্ধতিতে 'বেকারী' মারফৎ এই রুটি বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন। এখন জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ থেকে ১১ বছরের ছাত্রছাত্রীর জন্য 'কেয়ার' সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত খাবার ও সরকারী নিজস্ব খাবার ব্যবস্থায় দুটি 'পুষ্টি প্রকল্প' চালু আছে। আজ এখানে বিভাগীয় পরিদর্শকের পক্ষ থেকে খবরগুলি জানানো হয়েছে। এই সূত্রে জানা গেছে, এবার জেলার মধ্যে কেবলমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমার পুর এলাকার (জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান স্কুলগুলিতে কোন রকম খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না।

এ্যামবুলেনস্ অচল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালকে এ্যামবুলেনস্ পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তেলের অভাবে মহেশাইলে এ্যামবুলেনস্ পাঠানো সম্ভব হয়নি, ডাক্তাররা গিয়ে মেজরপত্নীর চিকিৎসা করেন।

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যত্নের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

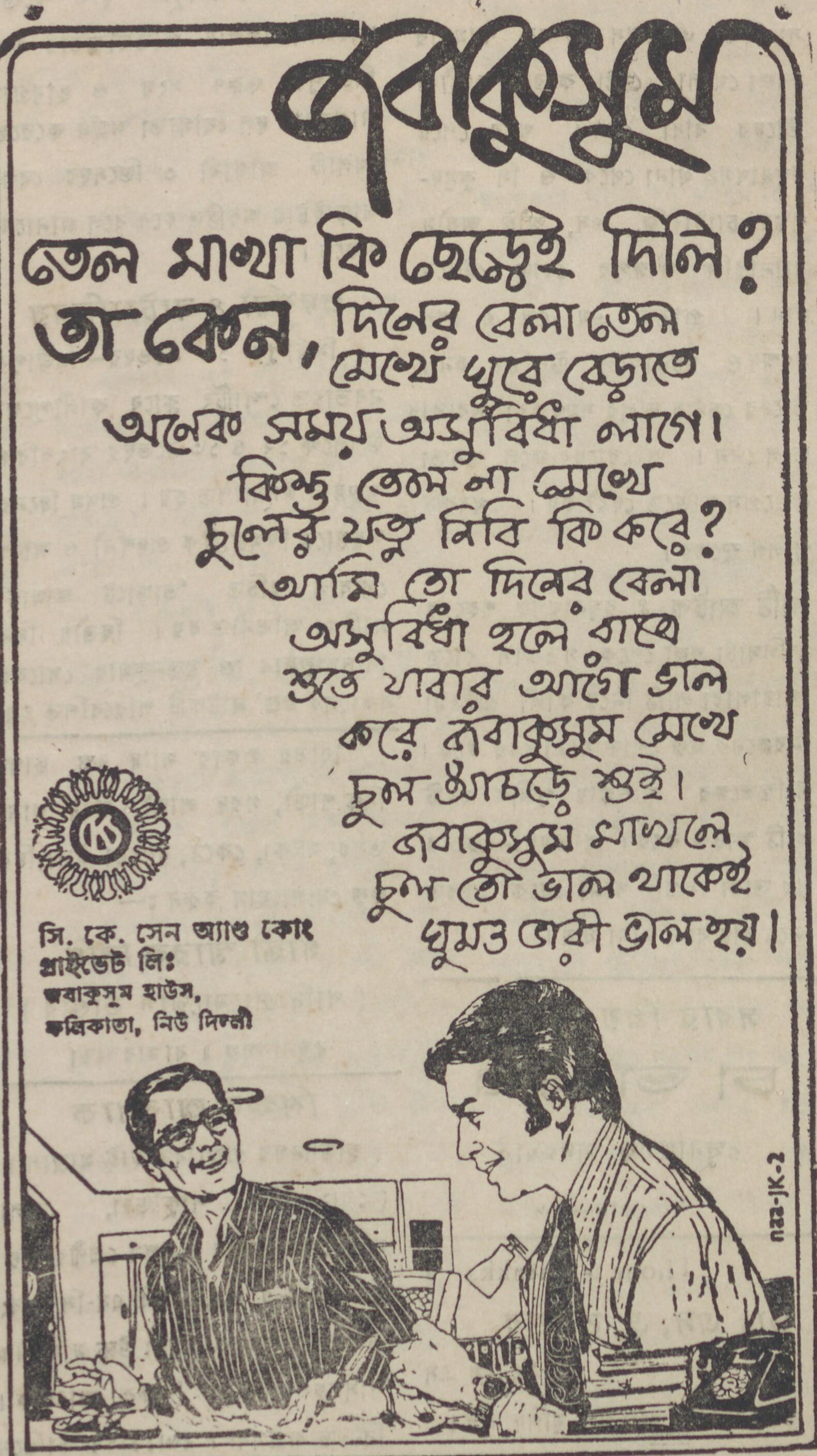

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।